ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 812-818
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.293

সত্যের পক্ষে না ক্ষমতার? বাংলা সংবাদপত্রে নৈতিক দ্বন্দ্ব ও দর্শনের প্রতিফলন

বিনন্দ সরেন, *সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, নগর কলেজ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 26.02.2026; Accepted: 07.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This research paper analyses the historical development of Bengali newspapers and the contemporary conflict between truth and power from philosophical and ethical perspectives. Is the idealistic foundation of newspapers committed to truth, or has it become an instrument of power's oppression and suppression? This question forms the central axis of the analysis. The paper highlights the truth-oriented stance of Bengali journalism in the context of 19th-century nationalist and intellectual periodicals, while simultaneously examining the structure of 21st-century corporate-controlled and politically influenced media. Drawing on Foucault's concept of the relationship between knowledge and power, Habermas's theory of the public sphere, and Gandhi's notion of ethical journalism, it evaluates the role of newspapers. The study demonstrates how newspapers function on one hand as a medium of free expression, and on the other hand as a vehicle for propagating the discourse of power. This research aims to contribute to a renewed examination of the interrelationship between journalistic ethics, narrative construction, and philosophical inquiry in the context of newspapers.

Keywords: Bengali journalism, truth and power, ethical conflict, philosophy, freedom of expression

সাংবাদিকতা একদিকে সত্য অনুসন্ধানের দায়িত্ব পালন করে, অন্যদিকে সমাজে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে। তবে প্রশ্ন থেকে যায়, এই দায়িত্ব পালন সবসময় ন্যায়ের পক্ষে, না কি কখনও তা ক্ষমতার স্বার্থে সত্যকে আড়াল করে? বিশেষ করে বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে এই দ্বন্দ্ব প্রকটভাবে উপস্থিত। একদা সত্য, মানবতা ও মুক্তির কণ্ঠস্বর হিসেবে সংবাদপত্র জাতীয় চেতনার ধারক হয়েছিল, আজ তা প্রায়শই ক্ষমতার হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। এই গবেষণাপত্রে আমরা এই দ্বন্দ্বের গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করব সংবাদপত্র সত্যের পক্ষে দাঁড়ায়, না কি ক্ষমতার চাপের কাছে নত হয়?

উনিশ শতকের বাংলা সংবাদপত্র যেমন সামাচার দর্পণ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা অথবা অমৃতবাজার পত্রিকা উপনিবেশের বিপক্ষে বিবেকের ভাষা ছিল। সেই সময়ের সম্পাদকগণ ছিলেন সমাজসংস্কারক, দার্শনিক ও চিন্তাবিদ। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে কর্পোরেট স্বার্থ, রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রযুক্তি-নির্ভরতা সংবাদপত্রকে ভিন্ন এক বাস্তবতায় দাঁড় করিয়েছে। সংবাদ আজ তথ্য নয়, পণ্য। সাংবাদিকতা আজ আদর্শ নয়, পেশাগত চতুরতা।

এই পটভূমিতে বাংলা সাংবাদিকতার নৈতিক চেতনা ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি কতটা জীবিত, তা বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

এই গবেষণাপত্রে মিশেল ফুকোর 'জ্ঞান ও ক্ষমতা' তত্ত্ব, হ্যাবারমাসের 'জনপরিসর' ধারণা এবং গান্ধীর নৈতিক সাংবাদিকতার আদর্শ ব্যবহার করে বাংলা সংবাদপত্রে সত্য ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। আলোচনায় থাকবে পত্রিকার ভাষা, বয়ান নির্মাণ, নৈতিক দায়বদ্ধতা এবং পাঠক-সম্পাদক-রাষ্ট্রের ত্রিমুখী সম্পর্ক। পাশাপাশি, সেকালের আদর্শিক সাংবাদিকতার সঙ্গে একালের মিডিয়া বাস্তবতার তুলনামূলক পর্যালোচনা।

এই গবেষণার লক্ষ্য হচ্ছে, সাংবাদিকতা ও দর্শনের সংযোগ-রেখা উন্মোচন করা, যেখানে সংবাদপত্র কেবল তথ্যদাতা নয়, বরং একটি নৈতিক ও দার্শনিক অনুশীলনের ক্ষেত্র। সত্যের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করা কি আজও সম্ভব? নাকি আমরা এমন এক যুগে প্রবেশ করেছি যেখানে সংবাদ কেবল ক্ষমতার প্রতিচ্ছবি? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধান করাই এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

বাংলা সংবাদপত্রের উত্থান ও নৈতিক ভিত্তি:

বাংলা সংবাদপত্রের সূচনা শুধু সংবাদ পরিবেশনের প্রয়োজনে নয়, বরং সমাজচেতনা, শিক্ষা, সংস্কার ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যেই সংঘটিত হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে যখন ঔপনিবেশিক শাসন ভারতীয় সমাজে গভীর প্রভাব ফেলছে, তখন সংবাদপত্র হয়ে ওঠে প্রতিরোধ ও প্রগতির ভাষা। এর মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে এক বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসর, যা সমাজে সত্য, যুক্তি, ন্যায় ও নৈতিকতার আলোচনাকে প্রাধান্য দিতে শুরু করে। ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ মে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত "সমাচার দর্পণ" বাংলা ভাষার প্রথম নিয়মিত সংবাদপত্র হিসেবে ইতিহাসে স্বীকৃত।[১] এই পত্রিকাটি খ্রিস্টান মিশনারি উদ্যোগের অংশ হলেও, তাতে সামাজিক ও নৈতিক বিষয় গুরুত্ব পেয়েছিল। সতীদাহ, কুসংস্কার, সামাজিক অনাচার প্রভৃতি বিষয়ে ধারাবাহিক সংবাদ ও প্রবন্ধ প্রকাশ করে জনমত নির্মাণেও ভূমিকা রাখে।[২] এরপর, রাজা রামমোহন রায় সম্পাদিত 'সংবাদ কৌমুদী' সমাজ সংস্কারের দার্শনিক প্ল্যাটফর্ম হয়ে ওঠে। ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটি সমাজসংস্কার, ধর্মীয় পুনর্ব্যাখ্যা এবং যুক্তিনির্ভর জনপরিসর গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।[৩] বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, কুসংস্কার, নারীর অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে মতপ্রকাশ শুরু হয়। রামমোহনের মত সংবেদনশীল সমাজচিন্তকেরা পত্রিকাকে দেখতেন ন্যায়ের এক বিকল্প ভাষা হিসেবে। এটি শুধু তথ্য পরিবেশন'ই করত না, বরং সমাজকে চিন্তার অভিমুখে প্রেরিত করত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সংবাদপত্রগুলো ছিল নৈতিক অবস্থান নির্ভর। এগুলি সত্য, যুক্তি ও সমাজকল্যাণকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করত। পত্রিকার সম্পাদকগণ ছিলেন দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক ও মানবতাবাদী চিন্তক। এ প্রসঙ্গে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়, যাঁরা যুক্তিবাদ, মানবাধিকার ও ধর্ম-নিরপেক্ষতা, নারীশিক্ষা, বিধবা বিবাহ, মানবতাবাদ প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। আকাশবাণী, হিতবাদিনী পত্রিকা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, প্রভৃতি পত্রিকাগুলো শিক্ষিত সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করত। পত্রিকাগুলোর সম্পাদকীয় ছিল গভীর বিশ্লেষণসমৃদ্ধ, যুক্তিনির্ভর ও নৈতিক প্রশ্নে সুসংবদ্ধ। সংবাদপত্রগুলি হয়ে উঠেছিল একধরনের 'নৈতিক প্রতিষ্ঠান'। ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সংবাদপত্র জাতীয়তাবাদের প্রধান হাতিয়ার হয়ে ওঠে। অমৃতবাজার, যুগান্তর, বসুমতী, সন্ধ্যা ইত্যাদি পত্রিকাগুলি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রধান কণ্ঠস্বর হয়ে দাঁড়ায়। এই পত্রিকাগুলিতে কেবল রাজনীতি নয়, নৈতিক ও দার্শনিক অবস্থানেরও প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, অরবিন্দ ঘোষের

'বন্দে মাতরম' পত্রিকাটি যদিও বিপ্লবী চেতনার পক্ষে ছিল, তা নৈরাজ্যবাদকে সমর্থন করেনি। বরং, ঔপনিবেশিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকে নৈতিক ন্যায় (moral justice) হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে।[৪]

প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সমাজে 'সত্য' ও 'ধর্ম' ছিল সামাজিক অনুশাসনের ভিত্তি। সংবাদপত্র সেই ধারা অনুসরণ করে 'বুদ্ধিজীবী জনপরিসর' গঠন করে। হ্যাবারমাসের ভাষায় বলতে গেলে, বাংলা সংবাদপত্র হয়ে উঠেছিল এমন এক জনপরিসর যেখানে যুক্তি, নৈতিকতা ও আলোচনার জায়গা সৃষ্টি হয়। এই সময় পত্রিকা শুধুমাত্র তথ্য নয়, 'মত' ও 'মানবিক মূল্যবোধ' তুলে ধরতে শুরু করে।[৫]

সত্য ও ক্ষমতার দর্শন:

সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা কেবল তথ্য পরিবেশনের মাধ্যম নয়, বরং একটি জ্ঞান-নির্মাণ ও বয়ান-নিয়ন্ত্রণকারী কাঠামো। এই কাঠামোর মধ্যেই গড়ে ওঠে সত্য ও ক্ষমতার এক জটিল সম্পর্ক, যার দর্শনচর্চা না করলে সাংবাদিকতার গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি সম্ভব নয়। এই অধ্যায়ে মিশেল ফুকো, হ্যাবারমাস, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনার আলোকে সংবাদপত্রে 'সত্য' এবং 'ক্ষমতা' ধারণাগুলোর তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করা হবে।
ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকো (Michel Foucault) তাঁর রচনায় বলেছেন,

> "Each society has its regime of truth, its 'general politics' of truth: that is, the types of discourse which it accepts and makes function as true."[৬]

প্রত্যেক সমাজেরই একটি 'সত্যের ব্যবস্থা' ও 'সাধারণ রাজনীতি' থাকে, যা নির্ধারণ করে কোন কোন বক্তব্যকে 'সত্য' হিসেবে গ্রহণ ও কার্যকর করা হবে। জ্ঞান ও ক্ষমতা একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাঁর মতে, 'সত্য' কেবল একটি নিরপেক্ষ বাস্তব নয়, বরং একটি 'উৎপাদনশীল কাঠামো', যা রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান ও ক্ষমতাবান শ্রেণির দ্বারা নির্মিত ও নিয়ন্ত্রিত। Power/Knowledge হল যেই 'জ্ঞান' প্রচারিত হয়, তা আসলে ক্ষমতার দ্বারা গৃহীত, পরিচালিত ও পুনরুৎপাদিত হয়। Discourse হল সংবাদপত্রে ব্যবহৃত এমন ভাষা ও বক্তব্য, যা একটি নির্দিষ্ট ধাঁচে নির্মিত হয় এবং ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। কোনো ব্যক্তি যদি ডিসকোর্স গ্রহণ করে, সেই ডিসকোর্সের মধ্যে থাকার ফলে সে ঐ ডিসকোর্স অনুসারে পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করে থাকে। কেউ কোনো ডিসকোর্সের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে, সে ঐ ডিসকোর্সের বাইরে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে না, ফলে সে ঐ ডিসকোর্সের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখায়। যখন কেউ কোনো ডিসকোর্স গ্রহণ করে, তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই ডিসকোর্স অনুযায়ী নিজের অবস্থান ঠিক করে নেয় এবং চিন্তা-ভাবনা করে, অনুভব করে এবং ব্যবহার করে। সংবাদপত্র কখনো জনগণের ওপর নজরদারির মাধ্যমও হয়ে উঠতে পারে। বাংলা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও দেখা যায় পাঠকের সামনে যে 'সত্য' উপস্থাপিত হয়, তা অনেক সময় রাজনৈতিক, কর্পোরেট বা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন।

জার্মান দার্শনিক জার্গেন হ্যাবারমাস তাঁর The Structural Transformation of the Public Sphere গ্রন্থে সাংবাদিকতাকে এক গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিসর হিসেবে দেখান। তিনি বলেন,

> "The public sphere mediates between society and state, in which the public organizes itself as the bearer of public opinion."[৭]

গণ পরিসর হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে এক সেতুবন্ধন, যেখানে জনগণ নিজেকে 'জনমতের ধারক' হিসেবে সংগঠিত করে। যেখানে নাগরিকরা যৌক্তিক বিতর্কের মাধ্যমে মতপ্রকাশ করে এবং সামাজিক মতামত গঠন করে। সংলাপ হবে মুক্ত, সমানাধিকারভিত্তিক ও নিপীড়নমুক্ত। কিন্তু হ্যাবারমাস নিজেই পরবর্তী সময়ে বলেন যে, গণমাধ্যম এখন আর মুক্ত নয়। রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থে বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করা হয়, ফলে

সংবাদপত্র আর গণতান্ত্রিক পরিসর বজায় রাখতে পারে না। বাংলা সংবাদপত্রের বর্তমান বাস্তবতাও হ্যাবারমাসীয় সংকটকে প্রতিফলিত করে, যেখানে মতপ্রকাশ অধিকার থাকলেও তা সবসময় ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ায় না।

মহাত্মা গান্ধী সংবাদপত্রকে একটি নৈতিক দায়িত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখতেন। তাঁর মতে, সাংবাদিকতার মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমাজকে সত্য, ন্যায় ও আত্মশুদ্ধির দিকে পরিচালিত করা। সত্যের প্রতি অবিচল আনুগত্য, আহিংসা ও সংবাদপত্র হবে বিবেকের কণ্ঠস্বর, সংবাদ নয় তথ্য পরিবেশন নয় বরং নৈতিকভাবে সমাজ গঠনের অংশীদার।[৮] গান্ধীর মতে, সংবাদপত্রের কাজ হলো—

> "to understand the popular feeling and give expression to it; to arouse among the people certain desirable sentiments; and to fearlessly expose popular defects."[৯]

এখানে সংবাদপত্রকে তিনি জনমতের প্রতিফলন ও সংশোধনের মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করেন। সত্য প্রকাশ কেবল তথ্যগত নির্ভুলতা নয়, এটি নৈতিক সত্যের অন্বেষণ।

রবীন্দ্রনাথ সাংবাদিকতাকে তথ্যের বাহক নয়, বরং 'আত্মার ভাষা' হিসেবে দেখতেন। তাঁর দৃষ্টিতে সাংবাদিকতা হবে এমন এক মাধ্যম, যা সত্যের গভীরে প্রবেশ করে মানুষের বিবেককে জাগ্রত করে। রবীন্দ্রনাথের মতে, সত্য কেবল তথ্যগত নির্ভুলতা নয়; তার মধ্যে নৈতিকতা, করুণা ও মানবিক সহমর্মিতা থাকা আবশ্যক।[১০] সত্য মানে কেবল তথ্য নয়, তার মধ্যে নৈতিকতা ও করুণা থাকতে হবে, সংকীর্ণতার বাইরে বিশ্বমানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করতে হবে। সংবাদপত্র যখন ক্ষমতার ভাষ্য প্রচারে লিপ্ত হয়, তখন রবীন্দ্রীয় সাংবাদিকতার নৈতিক স্তম্ভ ভেঙে পড়ে।

একালের বাংলা সংবাদপত্রে সত্যের সংকট:

সাংবাদিকতা, যা একসময় গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত ছিল, আজ তা নানা মতাদর্শিক ও আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থের দোলাচলে ন্যুব্জ। বিশেষত বাংলা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সত্য বলার দায় প্রায়শই ক্ষমতার চাপ, পুঁজির খেলা ও রাজনৈতিক আনুগত্যের কাছে হার মানে। এই অধ্যায়ে একালের বাংলা সংবাদপত্রে মতাদর্শের প্রভাব ও সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতার সংকট বিশ্লেষণ করা হবে।

মতাদর্শ (Ideology) কেবল রাজনৈতিক অবস্থান নয়, এটি একটি দৃষ্টিভঙ্গি, যার মাধ্যমে আমরা বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করি। সংবাদপত্র, এই মতাদর্শকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে ওঠে। ফলে সত্যকে উপস্থাপন করার ধরনও মতাদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনও পত্রিকা যখন একটি রাজনৈতিক দলের অপকর্মকে আড়াল করে, অথচ বিরোধীদলের সমালোচনায় সরব হয়, সেখানে মতাদর্শ সত্যকে ছাঁকনি দিয়ে চালিয়ে দেয়। ধর্মীয়, জাতিগত বা ভাষাগত পক্ষপাতও সংবাদপত্রের মতাদর্শিক অবস্থানকে প্রতিফলিত করে। বাংলা সংবাদপত্রগুলোর একটি বড় অংশ বর্তমানে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত-ফলে নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা প্রায় অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সতর্ক করেছিলেন যে, সংবাদপত্র যখন ক্ষমতার প্রচারযন্ত্রে পরিণত হয়, তখন তার নৈতিক ভিত্তি ভেঙে পড়ে।[১১]

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অন্তরায়:

বাংলা সংবাদপত্রের আর্থিক কাঠামো ক্রমশ কর্পোরেট বিজ্ঞাপন ও সরকার নির্ভর হয়ে পড়ছে। এর ফলে সাংবাদিকতা স্বাধীনতার বদলে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের দাসত্বে পরিণত হয়েছে। প্রধান সংকট হল বড় কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন হারানোর ভয়ে সংবাদপত্র অনেক সত্য গোপন রাখে। সরকারি নীতির

বিপক্ষে গেলে সংবাদপত্রকে কালো তালিকাভুক্ত করার ভয় থেকেই যায়। সাংবাদিকেরা নিজেরাই অনেক সময় আত্মনিয়ন্ত্রণে চলে যান- যাতে 'উপরের নির্দেশ' না আসে। এতে সংবাদপত্র এক ধরনের 'মেইনস্ট্রিম নীরবতা'তে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, যেখানে সত্য বলার চেয়ে নিরপদ থাকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। 'পেইড নিউজ' বা অর্থের বিনিময়ে সংবাদ পরিবেশন বর্তমানে বাংলা পত্রিকাতেও ক্রমবর্ধমান। পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমে ভুয়া তথ্য, গুজব ও রাজনৈতিক ট্রোলিং সাংবাদিকতাকে দুর্বল করে তুলেছে। সংবাদপত্র তার নিজস্ব তথ্য যাচাই না করে সামাজিক মাধ্যমনির্ভর হয়ে পড়ে। জনগণের বিশ্বাস কমে যায়, সাংবাদিকতাকে আর 'সত্যের মুখপত্র' হিসেবে দেখা হয় না।

একালের সাংবাদিকতা অনেক সময় 'সত্য'-কে বিক্রি করে দেয়। সাংবাদিকতা পেশার চেয়ে পণ্য হয়ে দাঁড়ায়- যেখানে পাঠক নয়, বরং ক্লায়েন্টই মুখ্য। তিনটি প্রধান লক্ষণ হল- অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার অবক্ষয়, জনস্বার্থ নয় 'সংসদীয় স্বার্থ'কে প্রাধান্য দেওয়া ও নৈতিক দায়বদ্ধতার অভাব। এমন বাস্তবতায়, 'সত্য' আর উপলব্ধির বিষয় নয় বরং নির্ধারিত একটি বয়ান, যা নির্দিষ্ট গোষ্ঠী দ্বারা নির্মিত। তবে, সম্পূর্ণ চিত্র হতাশাজনক নয়। এখনো কিছু বাংলা সংবাদপত্র ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, দায়বদ্ধ প্রতিবেদন এবং জনস্বার্থে সত্য প্রকাশের সাহস দেখায়। কিছু প্রগতিশীল অনলাইন নিউজ পোর্টাল সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হচ্ছে। পরিবেশ, শ্রমিক অধিকার ও নারী নিপীড়নের মতো বিষয়েও কিছু নির্ভীক প্রতিবেদন তৈরি হচ্ছে। এটি প্রমাণ করে যে সাংবাদিকতা এখনো জীবিত, যদিও তা লড়াইরত।

সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ: নৈতিকতা, দর্শন ও পাঠকের ভূমিকা

সাংবাদিকতা শুধুমাত্র খবর পরিবেশনের পেশা নয়, এটি একটি নৈতিক ও দার্শনিক অনুশীলন যেখানে সত্য, ন্যায় ও জনগণের দায়িত্ববোধ নিরবচ্ছিন্নভাবে যুক্ত। বর্তমান সময়ে সংবাদমাধ্যম যেভাবে প্রযুক্তি, কর্পোরেটিকরণ ও রাজনৈতিক বলয়ের চাপে অবস্থান করছে, তাতে প্রশ্ন ওঠে- এই পেশার ভবিষ্যৎ কী? সত্য প্রকাশ কি আরও সংকুচিত হবে, নাকি পাঠকের সক্রিয় অংশগ্রহণ একে নতুন পথ দেখাবে?

এই অধ্যায়ে আমরা সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎকে তিনটি মূল দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করব- নৈতিক চ্যালেঞ্জ ও তার উত্তরণ, সাংবাদিকতার দর্শনচিন্তার নতুন দিগন্ত, এবং পাঠকের ভূমিকার বিবর্তন।

ভবিষ্যতের সংবাদজগতে নৈতিকতার যে বড় চ্যালেঞ্জগুলো থাকবে, সেগুলির মধ্যে প্রধান হল:

ক. কর্পোরেট মালিকানার প্রভাব: কর্পোরেট মালিকানার কারণে সম্পাদকীয় স্বাধীনতা বিপন্ন হয়। বাংলা সংবাদপত্রেও বহু প্রতিষ্ঠান স্পনসর, বিজ্ঞাপনদাতার স্বার্থ রক্ষায় সংবাদ বিকৃত করে। ভবিষ্যতে এই চাপ আরও বাড়তে পারে।

সম্ভাব্য উত্তরণ: পাঠক-ভিত্তিক মডেল (সাবস্ক্রিপশন, পাবলিক ফান্ডিং), অলাভজনক সংবাদপত্র গঠন, স্বতন্ত্র সাংবাদিকতার অনুপ্রেরণা।

খ. ভুয়ো সংবাদ ও মিথ্যা বয়ান: ডিজিটাল যুগে ভুয়ো খবর, হাফ-ট্রুথ, এবং deepfake প্রযুক্তি সত্যের সংজ্ঞাকে অস্পষ্ট করে দিচ্ছে।

সম্ভাব্য উত্তরণ: ফ্যাক্ট-চেকিং প্রতিষ্ঠান (যেমন AltNews)। সাংবাদিকদের তথ্য যাচাইয়ের নৈতিক প্রশিক্ষণ, পাঠকের মিডিয়া-সচেতনতা বৃদ্ধি ভবিষ্যতের সাংবাদিকতা কেবল তথ্য পরিবেশক নয়, একটি সচেতন নাগরিক দর্শনের বাহক হবে- এমন আশা করা যায়। এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে আসে:

ক. সংবাদপত্রের দার্শনিক ভূমিকা: সাংবাদিকতা একটি নৈতিক দায়িত্ব (কান্টীয় চিন্তায়), সংবাদপত্র ক্ষমতার তত্ত্ব (ফুকো অনুসারে) দ্বারা প্রভাবিত এবং গঠনমূলক, প্রতিক্রিয়াশীল গণতন্ত্রের হাতিয়ার (হাবার্মাসের পাবলিক স্পিয়ার তত্ত্ব)।

খ. বিকল্প ও জনমুখী সাংবাদিকতা: ভবিষ্যতের বাংলা সাংবাদিকতায় দরকার গবেষণামূলক এবং জনসচেতনতা-নির্ভর ধারার বিস্তার। "লোকায়ত সাংবাদিকতা"- যা গ্রাম, দলিত, আদিবাসী ও প্রান্তিক মানুষের ভাষা ও দৃষ্টিকোণ তুলে আনে। সংবাদপত্র কেবল 'ঘটনার কাহিনি' নয়, বরং একটি 'দর্শনচর্চা- যেখানে সমাজের নৈতিক বোধ ও সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ফুটে ওঠে। ভবিষ্যতের সাংবাদিকতায় পাঠকের ভূমিকা কেবল 'সংবাদগ্রহীতা' হিসাবে নয়, বরং সহ-স্রষ্টা হিসাবেও বিবেচ্য। পাঠক'ই সংবাদপত্রের নৈতিক দিক রক্ষায় মূল নিয়ামক হয়ে উঠতে পারেন। পাঠকের ভূমিকার বিবর্তন করতে হবে যেমন - শেয়ার, রিভিউ, মন্তব্য, প্রতিবাদ ইত্যাদি মাধ্যমে সংবাদকে প্রশ্ন ও বিশ্লেষণ করা, স্বাধীন মিডিয়া উদ্যোগে অংশগ্রহণ (donation, voluntary reporting, citizen journalism)। তাই সংবাদপত্র যদি একটি নৈতিক সম্পর্ক হয়, তবে পাঠক তার বিবেক।

উপসংহার:

বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এটি কেবল তথ্য পরিবেশনের মাধ্যম নয়, বরং এক প্রকার নৈতিক এবং দার্শনিক অনুশীলনের ক্ষেত্রও বটে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সংবাদপত্র যেমন উপনিবেশবাদ ও সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি একবিংশ শতাব্দীর সাংবাদিকতা বারংবার প্রতিষ্ঠানগত বাধা, কর্পোরেট চাহিদা এবং রাজনৈতিক প্রভাবের সঙ্গে আপোষ করতে বাধ্য হয়েছে। এই পরিবর্তন সংবাদপত্রের স্বরূপকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে- তা কি সত্যের পক্ষে দাঁড়ানো একটি নৈতিক বলিষ্ঠতা, নাকি ক্ষমতার স্বার্থে পরিচালিত একটি প্রাতিষ্ঠানিক যন্ত্র?

গবেষণায় দেখা গেছে, সংবাদপত্রের অন্তঃস্থলে একটি মৌলিক দ্বন্দ্ব বিরাজমান- সত্যপ্রিয়তা বনাম প্রতিষ্ঠান-নির্ভরতা। এই দ্বন্দ্ব সাংবাদিকতার নৈতিক ভিত্তিকে প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে সংবাদপত্র সত্য প্রচারের মাধ্যমে জনমত গঠন করে, আবার অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বা কর্পোরেট চাপে সত্য গোপন রাখে। এখানে ফুকোর "power/knowledge" তত্ত্ব এবং হ্যাবারমাসের "public sphere" ধারণা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যার সরঞ্জাম হিসেবে কাজ করে। তবে শুধু সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যম নয়, পাঠক সমাজেরও একটি সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। পাঠকের নৈতিক চেতনা, প্রশ্ন করার প্রবণতা ও তথ্য যাচাইয়ের আগ্রহ- এই সবই সংবাদপত্রকে সৎ থাকতে সহায়তা করতে পারে। তাই সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ কেবল সাংবাদিকের নীতিশীলতার ওপর নির্ভর করে না, বরং তা নির্ধারিত হয় একটি জাগ্রত, নৈতিক ও দার্শনিকভাবে সচেতন পাঠকসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণে।

অতএব, সারকথা হলো সাংবাদিকতা এক ধরনের নৈতিক দর্শনচর্চা, যেখানে সত্যের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং ক্ষমতার প্রতি সমালোচনামূলক মনোভাব বজায় রাখা জরুরি। সংবাদপত্র যদি এই দ্বন্দ্বে সত্যের পক্ষে অবস্থান নিতে পারে, তবেই তা গণতন্ত্রের এক শক্তিশালী স্তম্ভ হিসেবে কাজ করতে সক্ষম হবে।

তথ্যসূত্র:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ। বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাস। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৬৯, পৃ. ১২-১৫।
২. সেন, সুকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, খণ্ড ৩। আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮২, পৃ. ৪৫-৪৮।
৩. সেন, সুকুমার। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, খণ্ড ৩। আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮২, পৃ. ৫৮-৬১।

৪. Sarkar, Sumit. Modern India, 1885-1947. Macmillan, 1983, pp. 94-97.
৫. Habermas, Jürgen. The Structural Transformation of the Public Sphere. Translated by Thomas Burger, MIT Press, 1989, pp. 27-56.
৬. Foucault, Michel. Truth and Power. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977, edited by Colin Gordon, Pantheon Books, 1980, p. 131.
৭. Habermas, Jürgen. The Structural Transformation of the Public Sphere. Trans. Thomas Burger. Cambridge, MA: MIT Press, 1989, p. 102.
৮. Nanda, B. R. Mahatma Gandhi: A Biography. Oxford University Press, 1958, pp. 180-185.
৯. Gandhi, M.K. The Function of Journalism. Young India, 2 July 1925. Collected Works of Mahatma Gandhi, vol. 27, Publications Division, Government of India, 1999, p. 214.
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। সত্য ও বাস্তব। রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ১২। বিশ্বভারতী, ১৯৮৯, পৃ. ৪৫-৪৮।
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রাজনীতি ও নৈতিকতা। রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ১৪। বিশ্বভারতী, ১৯৮৯, পৃ. ৮০-৮৪।